১ জুন ২০১৪

মানবাধিকার প্রতিবেদন

১-৩১ মে ২০১৪

মিয়ানমার ও ভারত সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন

রাজনৈতিক সহিংসতা

ষষ্ঠ ধাপের উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

র‍্যাব ও পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ

হেফাজতে নির্যাতন এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম এবং হত্যা করার অভিযোগ

মানবাধিকার কর্মী নূর খানকে অপহরণের চেষ্টা

সভা-সমাবেশে বাধা

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিচার শুরু

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

নারীর প্রতি সহিংসতা

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

***অধিকার* এর বরাদ্দকৃত অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো**

অধিকার মনে করে ‘গণতন্ত্র’ মানে নিছক নির্বাচন নয়, রাষ্ট্র গঠনের-প্রক্রিয়া ও ভিত্তি নির্মাণের গোড়া থেকেই জনগণের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় নিশ্চিত করা জরুরি। সেটা নিশ্চিত না করে যাত্রা শুরু করলে তার কুফল জনগণকে বয়ে বেড়াতে হয়। রাষ্ট্র পরিচালনার সমস্ত ক্ষেত্রে জনগণ নিজেদের ‘নাগরিক’ হিসেবে ভাবতে ও অংশগ্রহণ করতে না শিখলে ‘গণতন্ত্র’ গড়ে ওঠে না। নাগরিক হিসেবে নিজেদের ইচ্ছা ও অভিপ্রায় এবং মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার ব্যবস্থা হিসেবে রাষ্ট্র গড়ে না উঠলে তাকে ‘গণতন্ত্র’ বলা যায় না। নিজের

অধিকারের উপলব্ধির মধ্যে দিয়েই অপরের অধিকার এবং নিজেদের সমষ্টিগত স্বার্থ ও দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে সচেতন হওয়া ও তা বাস্তবায়ন করা সম্ভব। নাগরিক মাত্রই জানে ব্যক্তির মর্যাদা অলঙ্ঘনীয়। প্রাণ, পরিবেশ ও জীবিকার যে-নিশ্চয়তা বিধান করা ছাড়া রাষ্ট্র নিজের ন্যায্যতা লাভ করতে পারে না, সেইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকার সংসদের কোন আইন, বিচার বিভাগীয় রায় বা নির্বাহী আদেশে রহিত করা যায় না এবং তাদের অলঙ্ঘনীয়তাই গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের ভিত্তি। বাংলাদেশের মানবাধিকার কর্মীদের গণভিত্তিক সংগঠন *অধিকার* সেই সব মানবিক ও নাগরিক অধিকার এবং দায়িত্ব বাস্তায়নের জন্য নিরলস কাজ করে যাচ্ছে। গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের এই মানদণ্ড ঐতিহাসিক লড়াই-সংগ্রামের মধ্যে দিয়ে মানবেতিহাস অর্জন করেছে এবং এইসব নাগরিক ও মানবিক অধিকারের সার্বজনীনতা নানান আন্তর্জাতিক ঘোষণা, সনদ ও চুক্তির মধ্যে দিয়ে আজ বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অধিকার বাংলাদেশের মানবাধিকার আন্দোলনকে নিছকই রাষ্ট্রের হাতে মানবাধিকার লঙ্ঘনের শিকার 'ব্যক্তি' কে রক্ষার ব্যাপার মাত্র বলে মনে করে না; বরং ব্যক্তির নাগরিক ও মানবিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠার লড়াইকে গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন ও সংগ্রামের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য বলে মনে করে। এই লক্ষ্য নিয়েই *অধিকার* বাংলাদেশের জনগণের নাগরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করছে। *অধিকার* রাষ্ট্রীয় হয়রানীর মধ্যে থাকা সত্ত্বেও ২০১৪ সালের মে মাসের মানবাধিকার প্রতিবেদনটি প্রকাশ করলো।

মিয়ানমার ও ভারত সীমান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘন

১. ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিএসএফ'র পাশাপাশি এখন বাংলাদেশ-মিয়ানমার সীমান্তে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) বাংলাদেশী নাগরিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটাচ্ছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশের তিনদিক জুড়ে রয়েছে ভারতীয় সীমান্ত এবং দক্ষিণ-পূর্ব অংশে রয়েছে মিয়ানমার সীমান্ত।

২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে মিয়ানমারের বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি) বাংলাদেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনী বিজিবি'র একজন সদস্যকে বান্দরবনের পাইনছড়ি সীমান্তে গুলি করে হত্যা করেছে। মে মাসেই ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ একজন বাংলাদেশীকে গুলি করে, দুইজনকে নির্যাতন করে হত্যা করেছে ও একজন বাংলাদেশী নাগরিক বিএসএফ'র ধাওয়া খেয়ে নদীতে পড়ে গিয়ে ডুবে মারা গেছেন। এছাড়া বিএসএফ একজন বাংলাদেশীকে গুলি করে আহত করেছে। একই সময়ে বিএসএফ'র হাতে অপহৃত হয়েছেন ১৭ জন বাংলাদেশী।

৩. গত ২৮ মে ২০১৪ সকাল আনুমানিক ৯.৩০ টায় বান্দরবান জেলার নাইক্ষ্যাংছড়ি সীমান্তের পাইনছড়িতে সদ্য স্থাপিত বিওপি ক্যাম্পের বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ (বিজিবি) সদস্যরা যখন নিয়মিত টহলে বের হয়ে দোছড়ি ও তেছরি খালের সংযোগস্থলে পৌঁছান তখন মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বর্ডার গার্ড পুলিশ (বিজিপি)র সদস্যরা তাঁদের ওপর অতর্কিত গুলি ছোঁড়ে। এই সময় বিজিবি'র নায়েক সুবেদার মিজানুর রহমান ঘটনাস্থলেই নিহত হন। পরে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী

পুলিশ (বিজিপি)র সদস্যরা জাতিসংঘ কনভেনশন অমান্য করে অবৈধভাবে বাংলাদেশ সীমান্তে প্রবেশ করে নিহত সুবেদার মিজানুর রহমানের লাশসহ তাঁর ব্যবহৃত অস্ত্র ও গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায়। এরপর নিহত মিজানুর রহমানের লাশ ফেরত নিতে সীমান্তের ৫০ নম্বর পিলারের পাশে সাদা পতাকা হাতে অবস্থান নেয় বিজিবি। গত ৩০ মে দুপুর আনুমানিক ৩ টায় মিয়ানমারের বিজিপির পক্ষ থেকে ৫২ নম্বর পিলারের কাছে লাশ ফেরত দেয়ার কথা জানানো হয়। এরপর বিজিবি'র সদস্যরা ৫২ নম্বর পিলারের দিকে রওনা হলে মিয়ানমারের বিজিপি'র সদস্যরা বাংলাদেশের বিজিবি সদস্যদের ওপর আবারো গুলিবর্ষণ শুরু করে। এই সময় উভয় বাহিনীর মধ্যে অন্তত ৭শ রাউন্ড গুলি বিনিময়ের ঘটনা ঘটে।[১]

৪. উল্লেখ্য, ১৯৯১ সালের শেষের দিকে মিয়ানমারের সীমান্তরক্ষী বাহিনী তৎকালীন নাসাকা বাংলাদেশের ঘুনধুমের রেজু ফাত্রাঝিরি তৎকালীন বিডিআর ক্যাম্পে হামলা চালিয়ে এক বিডিআর সদস্যকে হত্যা করে অস্ত্র-গোলাবারুদ লুট করে নিয়ে যায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ওই সময় সীমান্তে ব্যাপক মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটে এবং এরই সূত্র ধরে প্রায় আড়াই লাখ রোহিঙ্গা নাগরিক বাংলাদেশে আশ্রয় গ্রহণ করে।

৫. এদিকে এই ঘটনার পর মিয়ানমারের মংডু শহরের বলিবাজার, ফকিরাবাজার, ওয়ালিদং, তুমব্রু ও ঢেঁকিবুনিয়া সীমান্ত এলাকার ১ নম্বর ও ২ নম্বর সেক্টরে অতিরিক্ত সৈন্য মোতায়েন করেছে মিয়ানমার।[২] ধারণা করা যায় যে, এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পরিকল্পিতভাবে সীমান্তে মিয়ানমারের রোহিঙ্গাদের ওপর আবারো মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনা ঘটিয়ে তাঁদেরকে বাংলাদেশে ঠেলে দেয়া হতে পারে।

৬. গত ৫ মে ভোরে জয়পুরহাট জেলার পাঁচবিবি উপজেলার হাটখোলা সীমান্তের ২৮০ নম্বর পিলার সংলগ্ন এলাকায় কয়েকজন গরু ব্যবসায়ী ভারত থেকে গরু আনতে যান। এই সময় ভারত সীমান্তের আনুমানিক ৫০ গজ ভেতরে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনী (বিএসএফ) সদস্যরা তাঁদের লক্ষ্য করে গুলি করলে জনি ইসলাম (২২) নামে এক গরু ব্যবসায়ী গুলিবিদ্ধ হন। গুলিবিদ্ধ অবস্থায় তাঁকে ভারতের হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানেই জনি মারা যান।[৩]

৭. গত ১৩ মে চুয়াডাঙ্গা জেলার দামুড়হুদা উপজেলার মুন্সিপুর সীমান্তে ৬/৭ জন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ী মেইন পিলার ৯৩ এর কাছ দিয়ে গরু আনার জন্য ভারতীয় সীমানায় প্রবেশ করেন। এই সময় নদীয়া জেলার মহাখোলা বিএসএফ ক্যাম্পের সদস্যরা ধাওয়া করে হাসিবুল (২৮) নামে এক ব্যবসায়ীকে ধরে তাঁকে পিটিয়ে ও পানিতে ডুবিয়ে হত্যা করে এবং তাঁর লাশ ভারতের অভ্যন্তরে নিয়ে যায়।[৪]

৮. গত ১৯ মে ভোরে যশোরের শার্শা উপজেলার পুটখালী সীমান্তে সিরাজুল ইসলাম (৪০) নামের এক বাংলাদেশীকে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে হত্যা করে বিএসএফ। নিহত সিরাজুল ঝিকরগাছা উপজেলার

---

[১] নয়া দিগন্ত ৩১ মে ২০১৪

[২] নয়া দিগন্ত ৩১ মে ২০১৪

[৩] মানবজমিন, ৬ মে ২০১৪

[৪] যুগান্তর, ১৪ মে ২০১৪

কায়েমখোলা গ্রামের সিদ্দিক হোসেনের ছেলে। গত ১৮ মে আনুমানিক রাত সাড়ে ১০টায় সিরাজুল কয়েকজন বাংলাদেশী গরু ব্যবসায়ীদের সঙ্গে পুটখালী সীমান্ত দিয়ে ভারতে যান। এরপর গরু নিয়ে ফেরার পথে বিএসএফ সদস্যরা তাঁদের ধাওয়া করে। এই সময় সিরাজুলকে বিএসএফ সদস্যরা ধরে আংরাইল ক্যাম্পে নিয়ে গিয়ে বেয়নেট দিয়ে খুঁচিয়ে গুরুতর আহত করে। পরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তাঁর মৃত্যু হয়।[৫]

৯. এপর্যন্ত বিজিবি বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ের বহু বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু এই সমস্ত বৈঠকগুলোতে বিএসএফএর দেয়া হত্যাকাণ্ড বন্ধের প্রতিশ্রুতি বারবার ভঙ্গ হচ্ছে এবং বিএসএফ মানবাধিকার বিরোধী কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে।

১০. *অধিকার* মনে করে, সীমান্তের কাছে অবস্থিত বাংলাদেশী নাগরিকদের ভারতীয় সীমান্ত রক্ষীবাহিনীর হাতে হত্যা-অপহরণ ও নির্যাতনের ব্যাপারে ভারত সরকারের কাছে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা দাবি করা বাংলাদেশ সরকারের কর্তব্য। এছাড়া বাংলাদেশ সরকারকে মিয়ানমার সরকারের কাছে মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষী পুলিশ (বিজিপি)র হামলা এবং বিজিবি সদস্য হত্যার ব্যাপারেও ব্যাখ্যা চাইতে হবে।

রাজনৈতিক সহিংসতা অব্যাহত

১১. *অধিকার* এর প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী মে মাসে রাজনৈতিক সহিংসতায় ১৭ জন নিহত এবং ৪১২ জন আহত হয়েছেন। এই মাসে আওয়ামী লীগের ৩১টি এবং বিএনপি'র তিনটি অভ্যন্তরীণ সংঘাতের ঘটনা রেকর্ড করা হয়েছে। এই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে দুইজন নিহত হয়েছেন বলে জানা গেছে। একই সময়ে আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ সংঘাতে ২৩১ জন এবং বিএনপি'র ৩২ জন আহত হয়েছেন বলে জানা গেছে।

১২. দেশে রাজনৈতিক সহিংসতায় ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগ ও যুবলীগের দুর্বৃত্তায়ন ব্যাপকভাবে অব্যাহত রয়েছে।

১৩. গত ২ মে ঢাকা মহানগরের নীলক্ষেতে একটি খাবারের দোকানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের এফ রহমান হলের কয়েকজন কর্মীর সঙ্গে নিউমার্কেট থানার এক দারোগার কথা কাটাকাটি হয়। এক পর্যায়ে পুলিশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র নওশাদ, অর্থনীতি বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র বিপুল, বাংলা বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্র মুকিত ও রাসেল, ইংরেজী বিভাগের প্রথম বর্ষের ছাত্র সোহানকে আটক করে নিউমার্কেট থানায় নিয়ে যায়। এই ঘটনার জের ধরে ছাত্রলীগের নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা নিউমার্কেট থানায় হামলা চালিয়ে আটক ছাত্রলীগ কর্মীদের ছাড়িয়ে নিয়ে আসে। এই সময় ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা নিউমার্কেট থানার সাইনবোর্ড, থানা কম্পাউন্ডে থাকা ওসির গাড়ি ও নেমপ্লেট ভাংচুর করে। এই ঘটনায় কনস্টেবল শামীম, এসআই হানিফ, এসআই ইফতেখার ও আনসার সদস্য সবুজসহ ৩ শিক্ষার্থী আহত হয়।[৬]

[৫] আমার দেশ অনলাইন রিপোর্ট, ২০ মে ২০১৪

[৬] ইনকিলাব, ৩ মে ২০১৪

১৪. গত ৮ মে রাতে সোহরাওয়ার্দী উদ্যানের মুক্তমঞ্চের সামনে থেকে ফরহাদ হোসেন নামে এক ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীকে অপহরণ করে তাঁর পরিবারের কাছে পাঁচ লক্ষ টাকা মুক্তিপণ দাবি করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কয়েকজন নেতা। ফরহাদের পরিবার বিষয়টি পুলিশকে জানালে মুক্তিপনের টাকা দেয়ার নামে ফাঁদ পেতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের পাঁচ নেতাসহ সাতজনকে পুলিশ টিএসসি থেকে আটক করে এবং ফরহাদ হোসেনকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হল থেকে উদ্ধার করে। আটককৃতরা হলো আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটির উপ-ক্রীড়া সম্পাদক সৃজন ঘোষ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি তানভীরুল ইসলাম, জগন্নাথ হল শাখা ছাত্রলীগের সহ-সভাপতি অনুপম চন্দ্র, মুহসীন হল শাখা ছাত্রলীগের ছাত্রবৃত্তি বিষয়ক সম্পাদক আবদুল্লা আল মামুন, জসীমউদ্দিন হল শাখা ছাত্রলীগের সাবেক সহ-সম্পাদক বাপ্পী, ছাত্রলীগ কর্মী হিমেল ও আরফান পাটোয়ারী।[৭]

১৫. গত ১২ মে রাঙামাটি জেলা শহরে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ডের (পিডিবি) বিদ্যুৎ বিতরণ উন্নয়ন প্রকল্পের ২২ লক্ষ টাকার দরপত্র জমা দেয়াকে কেন্দ্র করে রাঙামাটি পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোহাম্মদ সোলায়মানের সমর্থকদের সঙ্গে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের সাবেক নেতা পংকজ পুরকায়স্থ এর সমর্থকদের সংঘর্ষ হয়। সংঘর্ষে দুই পক্ষের ১০ জন আহত হয়।[৮]

১৬. গত ১৩ মে ঝিনাইদহ জেলার কালীগঞ্জ উপজেলার চাপালী গ্রামে কালীগঞ্জ পৌরসভার ১নং ওয়ার্ড বিএনপি'র সভাপতি ইসমাইল হোসেন (৪৮) কে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়। ইসমাইল হোসেন একটি গ্রাম্য সালিশে অংশ নিতে চাপালি গ্রামে যাওয়ার পথে একটি ব্রিজের কাছে ওঁৎ পেতে থাকা সরকারী দল সমর্থক দুর্বৃত্তরা তাঁর হাত-পায়ের রগ কেটে দেয় এবং তাঁকে কুপিয়ে জখম করে। গুরুতর আহতাবস্থায় তাঁকে যশোর হাসপাতালে ভর্তি করা হলে সেখানে তাঁর মৃত্যু হয়।[৯]

১৭. গত ২০ মে ফেনী জেলার ফুলগাজী উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান ও আওয়ামী লীগ নেতা একরামুল হককে প্রকাশ্য দিবালোকে ফেনী শহরের একাডেমি সড়কে বিলাসী সিনেমা হলের কাছে গাড়ীর ভেতরে গুলি করার পর গাড়িসহ তাঁকে পুড়িয়ে হত্যা করে দুর্বৃত্তরা। এই সময় গাড়ীতে একরামুলের সঙ্গে থাকা ফুলগাজী ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মহিউদ্দিন ও স্থানীয় সাপ্তাহিক পত্রিকা ফেনী সমাচারের সম্পাদক মহিবুল্লাহ ফরহাদ এবং গাড়ী চালক আবদুল্লা আল মামুন আহত হন। এই ঘটনায় ২১ মে রাত ১ টায় নিহত একরামুল হকের বড় ভাই রেজাউল হক বিএনপি নেতা এবং গত উপজেলা নির্বাচনে বিএনপি সমর্থিত উপজেলা চেয়ারম্যান প্রার্থী মাহতাব উদ্দিন চৌধুরীর নাম উল্লেখ করে সেই সঙ্গে আরও ৩৫ জনকে 'অজ্ঞাত' আসামী হিসেবে উল্লেখ করে ফেনী থানায় হত্যা মামলা দায়ের করেন।[১০] এই হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় বিএনপি সমর্থদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং বিএনপি কর্মীদের গ্রেফতার করা হলেও ফেনী থেকে নির্বাচিত আওয়ামী লীগ এর সংসদ সদস্য নিজাম উদ্দিন

[৭] প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৪

[৮] প্রথম আলো, ১৪ মে ২০১৪

[৯] ইত্তেফাক, ১৪ মে ২০১৪

[১০] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ফেনীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

হাজারীর জড়িত থাকার বিষয়টি গণমাধ্যমে প্রচারিত হয়।[১১] একরামুল হত্যাকাণ্ডে জড়িত থাকার অভিযোগে ৮ যুবককে ঢাকার বসুন্ধরা আবাসিক এলাকা থেকে গ্রেফতার করে র‍্যাব গত ২৪ মে তাদের মিডিয়া সেন্টারে সাংবাদিকদের সামনে হাজির করে। গ্রেফতারকৃতরা এই মর্মে স্বীকার করেছে যে, আওয়ামী লীগ নেতা জিহাদ চৌধুরীর সঙ্গে অভ্যন্তরীণ কোন্দল ও আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে একরামুলকে হত্যা করা হয়েছে। তবে এ হত্যার সঙ্গে জড়িত ছিলেন আওয়ামী লীগের শীর্ষ পর্যায়ের আরও কয়েকজন নেতা।[১২]

১৮. *অধিকার* লক্ষ্য করছে যে, ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের নেতা-কর্মীরা রাজনৈতিক ক্ষমতার ছত্রছায়ায় থেকে দুর্বৃত্তায়নের সঙ্গে জড়িত হয়ে পড়েছে এবং এর ফলে রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ড ঘটছে। *অধিকার* মনে করে, দলীয় কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তার দলীয় দুর্বৃত্ত নেতাকর্মীদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহন করতে হবে এবং রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের তদন্তের ক্ষেত্রে নিরপেক্ষ ভূমিকা পালন করতে হবে। *অধিকার* মনে করে, সব দলের অংশগ্রহণের ভিত্তিতে একটি অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করা অত্যন্ত জরুরী যা বর্তমানের অস্থিতিশীল পরিস্থিতিকে স্থিতিশীল করার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

ষষ্ঠ ধাপের উপজেলা নির্বাচন অনুষ্ঠিত

১৯. গত ১৯ মে সংঘাত ও সংঘর্ষের মধ্যে দিয়ে ষষ্ঠ ধাপের ১২টি উপজেলায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্বাচনে সরকারীদল সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে কেন্দ্র দখল, ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট দেয়া, প্রতিপক্ষের এজেন্টদের বের করে দেয়াসহ গণমাধ্যম কর্মীদের কেন্দ্রে প্রবেশে বাধা দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৩]

২০. কুমিল্লার সদর উপজেলার পাঁচথুবী ইউনিয়নের চানপুর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী প্রিজাইডিং অফিসার আলী আজমের বিরুদ্ধে ব্যালটে সিল মারার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৪]

২১. সিরাজগঞ্জ জেলার কামারখন্দে ব্যাপক জাল ভোট ও প্রতিপক্ষের এজেন্টদের কেন্দ্র থেকে বের করে দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থী আবদুল মতিন চৌধুরীর বিরুদ্ধে।[১৫]

২২. বরগুনা জেলার তালতলী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের উপস্থিতিতে আওয়ামী লীগ সমর্থিত প্রার্থীর বিরুদ্ধে ২৯টি কেন্দ্রের প্রায় সবকটি দখল,ব্যালটে সিল মেরে বাক্স ভর্তি করা এবং ব্যাপক জাল ভোট দেয়ার অভিযোগ পাওয়া গেছে।[১৬]

২৩. ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের মাধ্যমে আওয়ামী লীগ পুনরায় ক্ষমতায় এসে খুব দ্রুতই উপজেলা নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে এবং নির্বাচনে ব্যালট বাক্স ও ব্যালট পেপার ছিনতাই, জাল ভোট

[১১] প্রথম আলো, ২২ মে ২০১৪

[১২] যুগান্তর, ২৫ মে ২০১৪

[১৩] ইনকিলাব, ২০ এপ্রিল ২০১৪

[১৪] প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০১৪

[১৫] প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০১৪

[১৬] প্রথম আলো, ২০ এপ্রিল ২০১৪

দেয়া ও কেন্দ্র দখলের মত ঘটনা ঘটায় এবং এই উপজেলা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে ব্যাপক হতাহতের ঘটনাও ঘটে।

২৪. *অধিকার* মনে করে, স্বচ্ছ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করা নির্বাচন কমিশনের সাংবিধানিক দায়িত্ব। ক্ষমতাসীনদলের প্রতি আনুগত্য না দেখিয়ে নির্বাচন কমিশন এর অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ব্যবস্থা করা ছিল একটি অবশ্য কর্তব্য বিষয়। অথচ নির্বাচন কমিশন সুষ্ঠু, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানে সম্পূর্ণভাবে ব্যর্থ হয়েছে। *অধিকার* মনে করে, বাংলাদেশে শক্তিশালী একটি নির্বাচন কমিশন গঠন করা অত্যন্ত জরুরী; যা দ্রুততম সময়ে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে সুষ্ঠু নির্বাচনের ব্যবস্থা করবে। *অধিকার* মনে করে, পঞ্চদশ সংশোধনীর মাধ্যমে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রক্রিয়া বাতিল করে দেশকে এক চরম বিপর্যয়ের দিকে ঠেলে দেয়া হয়েছে। দশম জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ব্যাপক অনিয়ম এবং উপজেলা নির্বাচনে সংঘটিত ব্যাপক সহিংসতা ও ভোট জালিয়াতির ঘটনা এটিই প্রমাণ করে যে, বাংলাদেশে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন অনুষ্ঠানের জন্য একটি নির্দলীয় অন্তর্বর্তীকালীন সরকার এখনও প্রয়োজন। এদেশের জনগণ এখনও তত্ত্বাবধায়ক সরকার ব্যবস্থার অধীনে মুক্তভাবে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার চর্চা করতে আগ্রহী।

বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড

২৫. *অধিকার* এর *প্রাপ্ত* তথ্য মতে মে মাসে নয়জন বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে।

মৃত্যুর ধরণ

ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধঃ

২৬. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত নয়জনের মধ্যে চারজন পুলিশের হাতে ও একজন র‍্যাবের হাতে তথাকথিত 'ক্রসফায়ার/এনকাউন্টার/বন্দুকযুদ্ধে' মারা গেছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

গুলিতে হত্যাঃ

২৭. বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ফলে নিহত নয়জনের মধ্যে একজন পুলিশের গুলিতে নিহত হয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

নির্যাতনে মৃত্যুঃ

২৮. এই সময়ে একজন র‍্যাব ও একজন পুলিশের হাতে নির্যাতনে মৃত্যুবরণ করেছেন।

পিটিয়ে হত্যাঃ

২৯. মে মাসে পুলিশ একজনকে পিটিয়ে হত্যা করে।

নিহতদের পরিচয় ঃ

৩০. নিহত নয়জনের মধ্যে একজন কুশলিয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক, একজন পূর্ব বাংলার কমিউনিস্ট পার্টি (এমএল) এর সদস্য, একজন সর্বহারা দলের সদস্য, একজন ব্যবসায়ী, একজন চা বিক্রেতা, একজন ওয়েল্ডিং শ্রমিক এবং তিনজন কথিত অপরাধী বলে জানা গেছে।

৩১. গত ৭ মে সাতক্ষীরা জেলার কালিগঞ্জ উপজেলায় পুলিশের গুলিতে কুশলিয়া ইউনিয়ন জামায়াতে ইসলামীর সাধারণ সম্পাদক আশরাফুল ইসলাম নিহত হয়েছেন। কালিগঞ্জ থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা গোলাম রহমান দাবি করেন, গোপন সংবাদের ভিত্তিতে তাঁরা জানতে পারেন একদল দুর্বৃত্ত ভদ্রখালি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নাশকতার উদ্দেশ্যে গোপন সভা করছে। এই সংবাদ পেয়ে তাঁর নেতৃত্বে পুলিশের একটি দল সেখানে গেলে তাঁদের সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে আশরাফুল নিহত হন। কিন্তু নিহত আশরাফুলের স্ত্রী পাপিয়া খাতুন এর অভিযোগ, গত ৬ মে রাত আনুমানিক সাড়ে বারোটায় পুলিশ তাঁর স্বামী আশরাফুল ইসলামকে ঠেকরায় তাঁদের গ্রামের বাড়ি থেকে ধরে নিয়ে যায়। পরে ভদ্রখালি প্রাথমিক বিদ্যালয় মাঠে নিয়ে আশরাফুলকে গুলি করে হত্যা করে।[১৭]

৩২. *অধিকার* বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ডের ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড অব্যাহত থাকায় দেশের আইন ও বিচার ব্যবস্থা প্রতিনিয়তই হুমকির সম্মুখীন হচ্ছে এবং সরকার মানবাধিকার সমুন্নত রাখা এবং বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধের প্রশ্নে আন্তর্জাতিক পরিমণ্ডল এবং মানবাধিকার কর্মীদের কাছে দেয়া অঙ্গীকার ভঙ্গ করে সম্পূর্ণ বিপরীত অবস্থান নিয়েছে। *অধিকার* অবিলম্বে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড বন্ধ করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

কারাগারে মৃত্যু

৩৩. মে মাসে পাঁচজন 'অসুস্থতা জনিত কারণে' কারাগারে মৃত্যুবরণ করেছেন বলে জানা গেছে।

র‍্যাব ও পুলিশ হেফাজতে নির্যাতনে মৃত্যুর অভিযোগ

৩৪. র‍্যাব-১৪ এর ভৈরব ক্যাম্পের প্রধান মেজর এ জেড এম সাকিব সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার মোহাম্মদ শাহনূর আলম নামে এক ব্যক্তিকে নির্যাতন করে হত্যার অভিযোগ করেছে তাঁর পরিবার। গত ২০ মে ঢাকায় জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে নিহত মোহাম্মদ শাহিনূর আলমের ছোট ভাই মেহেদী হাসান বলেন, গত ২৯ এপ্রিল দুপুরে তাঁর ভাইকে র‍্যাব-১৪ ব্রাহ্মণবাড়িয়া জেলার নবীনগর উপজেলার বগডহর গ্রাম থেকে আটক করে ভৈরব ক্যাম্পে নিয়ে যায়। ওইদিন রাতে প্রায় আড়াই ঘন্টা তাঁর শরীরের বিভিন্ন অংশে, কোমর, পায়ের তলায়, কনুইয়ে নির্মমভাবে পেটানো হয়। গত ৩০ এপ্রিল নবীনগর পশ্চিমপাড়ার বাসিন্দা আবু তাহেরকে

[১৭] প্রথম আলো, ৮ মে ২০১৪

থানায় ডেকে নিয়ে বাদী সাজিয়ে জোর করে শাহীনূরের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করায় র‍্যাব। পরে শাহনূরকে আদালতে পাঠানো হলে আদালত তাঁকে জেল হাজতে পাঠায়। জেলে শাহনূর অসুস্থ হয়ে পড়লে তাঁকে প্রথমে ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর হাসপাতালে এবং পরে কুমিল্লা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। কিন্তু ৬ মে বিকেলে শাহনূর আলম চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা যান। মেহেদী হাসান অভিযোগ করেন, নজরুল নামে স্থানীয় একজন আদম ব্যবসায়ী র‍্যাব-১৪ এর ঐ কর্মকর্তাকে দিয়ে তাঁর ভাইকে হত্যা করিয়েছে।[১৮]

৩৫. রাজশাহী মহানগরের বোয়ালিয়া মডেল থানা হাজতে রুহুল আমিন (২২) নামে এক ব্যক্তিকে পুলিশ নির্যাতন করে হত্যা করেছে বলে তাঁর পরিবার অভিযোগ করেছে। নিহত রুহুল আমিনের বড় ভাই সিরাজুল ইসলাম অভিযোগ করেন, গত ১৬ মে রাতে রাজশাহী শহরের নামো ভদ্রা কাঁচা-বাজার এলাকা থেকে তাঁর ভাই রুহুল আমিনকে ২৫০ গ্রাম গাঁজাসহ বোয়ালিয়া মডেল থানার এস আই ব্রজ গোপাল কয়েকজন সাদা পোশাকের পুলিশ নিয়ে গ্রেফতার করে। পরে নামো ভদ্রা এলাকার এক শীর্ষ মাদক ব্যবসায়ী সাইফুল ইসলামের সঙ্গে যোগসাজশ করে রুহুল আমিনকে নির্যাতন করে হত্যা করে পুলিশ। তবে বোয়ালিয়া থানা পুলিশ জানায়, রুহুল আমিন সবার অগোচরে হাজতের টয়লেটে গিয়ে কম্বলের ছেঁড়া অংশ গলায় পেঁচিয়ে ভেনটিলেটারের সঙ্গে ঝুলে আত্মহত্যা করে।[১৯]

৩৬. *অধিকার* অন্তরীন অবস্থায় জিজ্ঞাসাবাদকালে নির্যাতন মানবাধিকারের চরম লঙ্ঘনবলে মনে করে। নির্যাতনের ক্ষেত্রে সরকারেরর 'জিরো টলারেন্স' এর ঘোষণা থাকা সত্ত্বেও সরকার আইন প্রয়োগকারী সংস্থার নির্যাতন এবং এই ক্ষেত্রে তাদের দায়মুক্তি বন্ধে কোন কার্যকর ব্যবস্থা তো নেয়ই-নি বরং মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলোকে উপেক্ষা করে একে আরো উৎসাহিত করছে।

হেফাজতে নির্যাতন এবং আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর জবাবদিহিতার অভাব

৩৭. বাংলাদেশে হেফাজতে নির্যাতন ঘটেই চলছে। যখন কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, তখন ধরেই নেয়া হয়, সেই ব্যক্তিটি শারীরিক বা মানসিক নির্যাতনের শিকার হবেন। গত ১৯ বছর ধরে *অধিকার* নির্যাতন সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ ও এই ব্যাপারে তথ্যানুসন্ধান করে আসছে এবং হেফাজতে নির্যাতন বন্ধের ব্যাপারে প্রচারাভিযান চালাচ্ছে।

৩৮. গত ৭ জানুয়ারি ২০১৪ বিকেল আনুমানিক ৫.৩০ টায় চট্টগ্রাম মহানগর এলাকার সাগরিকা চৌরাস্তা মোড় এলাকায় অবস্থিত নিজের হার্ডওয়ারের দোকান বন্ধ করে বাড়িতে ফিরছিলেন যুবদল কর্মী মোহাম্মদ আরাফাত। এই সময় দোকানের সামনে থেকেই ৪/৫ জন সাদা পোশাকের লোক পুলিশ পরিচয় দিয়ে তাঁকে ঘিরে ফেলে এবং একটি প্রাইভেটকারে তুলে পাহাড়তলী থানায় নিয়ে যায়। সন্ধ্যা আনুমানিক ৬.১০ টায় আরাফাতকে হাজতখানায় ঢোকানো হয়। ৬.১৫ মিনিটে ৩/৪ জন সাদা পোশাক পড়া ব্যক্তি হাজতের সামনে এসে আরাফাতের নাম ঠিকানা জেনে চলে যায়। আনুমানিক

[১৮] যুগান্তর, ২১ মে ২০১৪

[১৯] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজশাহীর মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

৬.২৫ টায় আরো ৩/৪ জন সাদা পোশাকের লোক থানা হাজতে আসে। তারা আরাফাতকে হাজত থেকে বের করে দুচোখ বেঁধে গাড়িতে তুলে নিয়ে চট্টগ্রামের সাগরিকা সমুদ্র পাড়ে নিয়ে যায়। সেই সময় তাঁকে ক্রসফায়ার করতে নিয়ে আসা হয়েছে ভেবে ওই ব্যক্তিদের হাত-পা জড়িয়ে ধরে বাঁচার আকুতি জানান আরাফাত। তখন প্রাইভেট কার থেকে নামিয়ে তাঁকে ছাত্র শিবিরের লোক কিনা জিজ্ঞেস করা হয় এবং শিবির নেতাদের সন্ধান চাওয়া হয়। আরাফাত ছাত্র শিবিরের কেউ নন, তিনি যুবদল কর্মী বলে দাবি করলে তাঁর পায়ে অস্ত্র ঠেকিয়ে গুলি করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়ে আর্তনাদ করতে থাকেন। সেই সময় আরেকটি কাপড় দিয়ে তাঁর মুখ বেঁধে ৩/৪ জন টেনে হিঁচড়ে প্রাইভেটকারে তুলে চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসে। তাঁকে হাসপাতালের সামনে এনে চোখ ও মুখের বাঁধন খুলে হাসপাতালের জরুরী বিভাগে নেয়া হয়। জরুরী বিভাগ থেকে তাঁকে ২৬ নং ওয়ার্ডে পাঠানো হয়। ওই ওয়ার্ডের চিকিৎসক ডা. কাউসার তাঁকে ভর্তি করে নেন। ২৬ নং ওয়ার্ডের ৩৩ নং বেডে ডা. কাউসারের অধীনে ৪ মাস ২২ দিন পুলিশ পাহাড়ায় চিকিৎসাধীন ছিলেন আরাফাত। ৭ জানুয়ারি ২০১৪ প্রথম আরাফাতের পায়ে অস্ত্রপচার করা হয়। কিন্তু ক্ষতস্থানে ইনফেকশন হওয়ায় ১২ জানুয়ারি ২০১৪ পুনরায় অস্ত্রপচারের মাধ্যমে আরাফাতের বাম পা হাটুর দু-ইঞ্চি নিচ থেকে কেটে ফেলা হয়। ৭ জানুয়ারি ২০১৪ রাতেই পাহাড়তলী থানার উপ-পরিদর্শক আবু ছাদেক বাদি হয়ে আরাফাতসহ ১৩ জনকে অভিযুক্ত করে অস্ত্র ও বিস্ফোরক আইনে দুটি মামলা দায়ের করেন। গ্রেপ্তারের ২৪ ঘন্টার মধ্যে অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করার আইন থাকলেও আরাফাতকে আদালতে না পাঠিয়ে তাঁকে ৪ মাস ২২ দিন চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে পুলিশ নিজেদের হেফাজতে আটকিয়ে রাখে। আরাফাতের বিরুদ্ধে পুলিশের দায়ের করা অস্ত্র ও বিস্ফোরক মামলায় গত ১৩ মার্চ মামলার তদন্তকারি কর্মকর্তা পাহাড়তলী থানার উপ-পরিদর্শক তৈয়ব আলী অভিযোগপত্র দিলেও তাঁকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়নি। মামলার নথিতে আরাফাত চিকিৎসাধীন অবস্থায় রয়েছেন বলে উল্লেখ করা হয়। অভিযুক্ত অন্য ১২ জন সুপ্রিম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ থেকে জামিন পেলেও আরাফাতকে গ্রেপ্তার না দেখানোয় আইনী জটিলতার সৃষ্টি হয়। ফলে আরাফাতের আইনজীবীরা আদালতে তাঁর জামিনের আবেদন করতে পারেননি। গত ৬ মে ২০১৪ আরাফাতের আইনজীবীরা এসব ঘটনা আদালতে উপস্থাপন করলে চট্টগ্রাম মহানগর দায়রা জজ এসএম মুজিবুর রহমান ১৪ মে আরাফাতকে আদালতে সোপর্দ করার জন্য পাহাড়তলী থানাকে নির্দেশ দেন। কিন্তু ১৪ মে হরতালের কারণে আদালতের কার্যক্রম বন্ধ থাকায় ১৯ মে আরাফাতকে মহানগর দায়রা জজ এসএম মুজিবুর রহমানের আদালতে হাজির করা হলে আদালত পাহাড়তলী থানার উপ-পরিদর্শক তৈয়ব আলীকে ভর্ৎসনা করেন এবং কারা হেফাজতে চিকিৎসা দেয়ার নির্দেশ দেন। গত ২০ মে আরাফাত দুটি মামলায় জামিন পেয়ে কারাগার থেকে ছাড়া পান। তবে আরাফাত পুনরায় পুলিশি নির্যাতন ও হয়রানীর ভয়ে নিজ বাড়ি ছেড়ে স্বজনদের বাড়িতে অবস্থান করছেন বলে *অধিকারকে* জানিয়েছেন।[২০]

[২০] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট চট্টগ্রামের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর পরিচয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর গুম এবং হত্যা করার অভিযোগ

৩৯. ৫ জানুয়ারি'র বিতর্কিত নির্বাচনের আগে ও পরে দেশে অনেক গুমের ঘটনা ঘটেছে বলে অভিযোগ রয়েছে। এই ধরনের ঘটনা এখনো অব্যাহত আছে। আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য পরিচয় দিয়ে ধরে নিয়ে যাওয়ার পর অনেকেরই কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছে না। ভিকটিমদের পরিবারগুলোর দাবি, আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যরাই তাঁদের ধরে নিয়ে গেছে এবং এরপর থেকে তাঁরা গুম হয়েছেন অথবা পরে লাশ পাওয়া গেছে। যদিও অভিযুক্ত আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর কর্মকর্তারা এই অভিযোগগুলো অস্বীকার করছেন।

৪০. গত ২৭ এপ্রিল নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলাম এবং এডভোকেট চন্দন কুমার সরকারসহ ৭ ব্যক্তিকে গুম করার পর গত ২৯ এপ্রিল হত্যা করে নদীতে ফেলার ঘটনায় নারায়ণগঞ্জ র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল তারেক সাঈদ, মেজর আরিফ হোসেন ও লে. কমান্ডার এমএম রানা জড়িত বলে নিহত নজরুলের শ্বশুর শহীদুল ইসলাম অভিযোগ করেন। ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল এবং আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে নারায়ণগঞ্জের সিদ্ধিরগঞ্জ থানা আওয়ামী লীগের সহ-সভাপতি নূর হোসেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার ছেলে সাজেদুল ইসলাম চৌধুরী ওরফে দীপু চৌধুরীর সহযোগিতায় ছয় কোটি টাকার বিনিময়ে র‍্যাবের মাধ্যমে এই হত্যাকাণ্ড ঘটায় বলে শহীদুল ইসলাম অভিযোগ করেন।[২১] উল্লেখ্য, র‍্যাব-১১ এর অধিনায়ক লে. কর্নেল তারেক সাঈদ দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী মোফাজ্জল হোসেন চৌধুরী মায়ার মেয়ের স্বামী।

৪১. গত ৮ মে কুমিল্লার লাকসামে এক সংবাদ সম্মেলন করে গুম হওয়া লাকসাম পৌর বিএনপির সভাপতি হুমায়ুন কবির পারভেজের স্ত্রী শাহনাজ পারভীন অভিযোগ করেন, সাবেক সংসদ সদস্য লাকসাম বিএনপির সভাপতি সাইফুল ইসলাম হিরু এবং হুমায়ুন কবির পারভেজকে র‍্যাব-১১ এর সাবেক অধিনায়ক লে. কর্নেল তারেক সাইদ গুম করেছেন। ২০১৩ সালের ২৭ নভেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত এই দুইজনের কোন হদিস পাওয়া যায়নি।[২২]

৪২. একসঙ্গে ৭ ব্যক্তিকে গুম করে হত্যা করার অভিযোগ এবং সেই সঙ্গে মন্ত্রীর পরিবার জড়িত থাকার অভিযোগ বাংলাদেশে র‍্যাব ও আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলোর মধ্যেকার দুর্নীতি ও দায়মুক্তির বিষয়টিকেই প্রকট করে তুলেছে। এইসব বাহিনীর একদল সদস্য ক্রমশ সাংবিধানিক ও আইনী সীমা লংঘন করে দুঃসাহসী হয়ে উঠে ভাড়াটে খুনির ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছে। বহুদিন ধরে এদের রাজনৈতিকভাবে অপব্যবহার করার কারণে এইসব বাহিনী বিভিন্ন ধরনের অপকর্মের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে। এই ধরনের ঘটনা আইন শৃঙ্খলার অবনতির দিক থেকে একটি বিপজ্জনক লক্ষণ। অতীতে গুমের ঘটনাগুলো সরকারের দায়িত্বশীল ব্যক্তিরা বারবার অস্বীকার করেছেন এবং স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের

[২১] যুগান্তর, ৬ মে ২০১৪

[২২] প্রথম আলো, ১০ মে ২০১৪

তদন্তে গুম প্রমাণিত হওয়ার পরও অপরাধী আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্যদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা না নেয়ায় এ ঘটনাগুলো ঘটেই চলেছে।

৪৩. *অধিকার* এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং এই ঘটনাগুলোর ব্যাপারে একটি নিরপেক্ষ ও স্বাধীন তদন্ত কমিটি গঠন করে দোষী ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে আইনী ব্যবস্থা নেয়ার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

মানবাধিকার কর্মী নূর খানকে অপহরণের চেষ্টা

৪৪. গত ১৫ মে মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিস কেন্দ্রের তথ্য ও অনুসন্ধান ইউনিটের পরিচালক মোহাম্মদ নূর খানকে ঢাকার লালমাটিয়ায় অবস্থিত সংগঠনের কার্যালয়ের সামনে থেকে অপহরণের চেষ্টা করা হয়। মোহাম্মদ নূর খান *অধিকারকে* জানান বিকেল আনুমানিক ৫টা ১০ এর সময় অফিসের কাজ শেষে এক সহকর্মীসহ অফিস থেকে বেরিয়ে এসে একটি রিকশায় ওঠেন তিনি। এই সময় তিনি ৩০/৩৫ গজ সামনে একটি মাইক্রোবাস দেখতে পান। তাঁর রিকশা চলা শুরু করে বাঁয়ে মোড় নিলেই মাইক্রোবাসটি তাঁদের পেছনে আসে এবং রিকশার কাছে চলে আসে। এই সময় মাইক্রোবাসের জানালা খুলে একজন তাঁদের দিকে তাকালে তিনি দেখতে পান যে মাইক্রোবাসের ভেতরে এক ব্যক্তি শটগান হাতে বসা এবং এদের বয়স ২৮ থেকে ৩০ বছর। এই অবস্থায় আত্মরক্ষার্থে তিনি রিকশা থেকে নেমে দৌড়ে অফিসের ভেতরে ঢুকে পড়েন।

৪৫. *অধিকার* মানবাধিকার কর্মী মোহাম্মদ নূর খানকে অপহরণের চেষ্টার নিন্দা ও এই ব্যাপারে ক্ষোভ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে মানবাধিকার লংঘনের বিরুদ্ধে সোচ্চার থাকার কারনেই মোহাম্মদ নূর খানকে অপরহণ করে তাঁকে গুম করার চেষ্টা করা হয়েছিলো।

সভা-সমাবেশে বাধা

৪৬. শান্তিপূর্ণভাবে সভা-সমাবেশ ও মিছিল-র‍্যালি করা প্রত্যেকের গণতান্ত্রিক ও রাজনৈতিক অধিকার, যা সংবিধানের ৩৭ অনুচ্ছেদে বর্ণিত আছে। সভা-সমাবেশে বাধা এবং হামলা করার অর্থই হচ্ছে গণতন্ত্রের পথ রুদ্ধ করা। অথচ সরকার ও ক্ষমতাসীন দল বিরোধী রাজনৈতিক দল ও মতের সভা-সমাবেশে বাধা দিচ্ছে এবং হামলা চালাচ্ছে।

৪৭. গত ৩ মে গুম, হত্যা ও অপহরণের প্রতিবাদে জাতীয় সংসদের দক্ষিণ প্লাজায় দেশের বিশিষ্ট নাগরিকদের মানববন্ধনে বাধা দিয়েছে পুলিশ। সমাবেশের জন্য আনা মাইক, মাইকের মালিক এবং যে রিকশায় মাইক ছিল তার চালককে আটক করে পুলিশ। সমাবেশের ব্যানার ফেস্টুন ও লিফলেটও কেড়ে নেয় পুলিশ সদস্যরা।[২৩]

৪৮. আইনজীবী চন্দন সরকার ও নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের প্যানেল মেয়র নজরুল ইসলামসহ সাতজনকে গুম ও হত্যার প্রতিবাদে ১৪ মে নারায়ণগঞ্জে বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়াকে

[২৩] নয়াদিগন্ত, ৪ মে ২০১৪

সমাবেশ করার অনুমতি না দেয়ায় গত ১০ মে নারায়ণগঞ্জ নগর বিএনপি কার্যালয়ের সামনে বিএনপি'র পক্ষ থেকে এক সমাবেশের আয়োজন করা হয়। কিন্তু সকাল থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ বিএনপি'র নগর কার্যালয় ঘেরাও করে রাখে এবং সমাবেশের মাইক ও ব্যানার নিয়ে যায়। ফলে নারায়ণগঞ্জ নগর বিএনপি তাদের নির্ধারিত সমাবেশ করতে পারেনি।[২৪] উল্লেখ্য, এই গুম ও হত্যার সঙ্গে র‍্যাব এবং সরকারের একজন মন্ত্রীর পরিবারসহ উচ্চ মহলের ব্যক্তিরা জড়িত রয়েছেন বলে অভিযোগ রয়েছে।

৪৯. সারাদেশে চলমান গুম, হত্যা ও অপহরণের প্রতিবাদে নিহত ও অপহৃত পরিবারের সদস্যদের নিয়ে সমাবেশ করতে দেয়নি পুলিশ। ২২ মে ২০১৪ বিকেল ৪ টায় ঢাকার ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে এই সমাবেশের আয়োজন করে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল (বিএনপি)। সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা দেয়ার কথা ছিলো দলীয় চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার। উল্লেখ্য, গুম-হত্যা ও অপহরণের সঙ্গে র‍্যাব জড়িত থাকার অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে বিএনপির চেয়ারপারসন খালেদা জিয়া র‍্যাব বাতিল করার দাবি জানিয়েছেন। সেই দাবির পক্ষে জনমত তৈরি করতে এই সমাবেশের আয়োজন করা হয়েছিল। নির্ধারিত সময়ের আগেই ২২ মে ২০১৪ দুপুর ২.০০টা থেকেই দলীয় নেতাকর্মী ও ভুক্তভোগী পরিবারের সদস্যরা সমাবেশ স্থলে উপস্থিত হতে থাকেন। কিন্তু পুলিশি বাধায় কেউ ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনের ভেতরে ঢুকতে পারেননি। ইঞ্জিনিয়ার্স ইনস্টিটিউট মিলনায়তনসহ এর প্রধান ফটকে তালা ঝুলিয়ে দেয় পুলিশ। বেলা আনুমানিক ২.৩০ টায় বিএনপি নেতাকর্মীরা ভুক্তভোগী পরিবারগুলোর সদস্যদের নিয়ে মিলনায়তনে ঢোকার চেষ্টা করলে তাঁদের ওপর পুলিশ লাঠিচার্জ করে। যদিও এই অনুষ্ঠান আয়োজনের অনুমতি থাকা সত্ত্বেও তা বাতিল করা হয়।[২৫]

৫০. গত ২৪ মে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গণে নারায়ণগঞ্জের আইনজীবী চন্দন কুমার সরকারকে গুম এবং হত্যাসহ সারা দেশে গুম, হত্যা ও অপহরণের প্রতিবাদে জাতীয়তাবাদী আইনজীবী ফোরাম আয়োজিত সমাবেশ পণ্ড করে দেয় পুলিশ। এই সমাবেশে বিএনপি'র চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তৃতা করার কথা ছিলো। গত ২৩ মে রাত থেকেই পুলিশ কর্মসূচির প্রস্তুতিতে বাধার সৃষ্টি করে। সকাল থেকেই পুলিশ কাঁটাতারের বেড়া দিয়ে প্রবেশ পথগুলো আটকে দিয়ে সুপ্রিম কোর্ট প্রাঙ্গনে আইনজীবীদের ঢুকতে বাধা দেয়। এছাড়াও সুপ্রিম কোর্টের আশেপাশের সড়কে যান চলাচল নিয়ন্ত্রণ করে পুরো এলাকা অবরুদ্ধ করে রাখে পুলিশ। পুলিশ ১৫ জন আইনজীবীকেও আটক করে নিয়ে যায়।[২৬]

৫১. *অধিকার* মনে করে সভা-সমাবেশে বাধা গণতান্ত্রিক অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ, যা রাজনৈতিক পরিস্থিতিকে ক্রমান্বয়ে আরো জটিল করে তুলছে।

---

[২৪] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নারায়ণগঞ্জের মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৫] অধিকার কর্তৃক সংগৃহীত তথ্য

[২৬] প্রথম আলো, ২৫ মে ২০১৪

সংবাদ মাধ্যমের স্বাধীনতা

৫২. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী মে মাসে একজন সাংবাদিক নিহত, পাঁচজন আহত, ১৫ জন লাঞ্ছিত, একজন হুমকির সম্মুখীন হয়েছেন এবং একজন সাংবাদিকের বিরুদ্ধে মামলা করা হয়েছে।

৫৩. সংবাদ সংগ্রহের সময় বা প্রকাশের জের ধরে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা ঘটছে। এই সমস্ত বিভিন্ন ঘটনার সঙ্গে ক্ষমতাসীন দলের নেতা-কর্মীদের জড়িত থাকার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে।

৫৪. গত ৫ মে ঢাকায় জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রাসেল নামে এক শিক্ষার্থীকে শিবির সন্দেহে আটক করে প্রক্টর অফিসে নিয়ে বাঁশ দিয়ে তাঁকে মারধর করে আওয়ামী লীগ সমর্থিত ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা। এই সংবাদ সংগ্রহের জন্যে সাংবাদিকরা প্রক্টর অফিসে গেলে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রলীগের সভাপতি এফএম শরিফুল ইসলাম সাংবাদিকদের উদ্দেশ্য করে বিভিন্ন অশালীন মন্তব্য করেন। সাংবাদিকরা এর প্রতিবাদ করলে শরিফের নেতৃত্বে কানন, রিয়ান, রাসেল, সাইমন, আসাদ, মামুন, রনিসহ ছাত্রলীগ কর্মীরা উপাচার্যের সভাকক্ষে উপস্থিত বাংলা নিউজের প্রতিবেদক ইমরান আহমেদ, বাংলাদেশ প্রতিদিনের মাহবুব মমতাজি ও সকালের খবরের তানভীর আহমেদকে প্রক্টরের সামনেই মারধর করে। এই সময় ২৫ জন সাংবাদিককে অবরুদ্ধ রেখে শরিফ বলেন,'দুই-একটা সাংবাদিকের গলা কেটে ফেললে কিছুই হবে না'।[২৭]

৫৫. গত ৬ মে খুলনা মহানগরে যুবলীগ নেতা নাজমুল সরদার তাঁর লোকজন নিয়ে জিরো পয়েন্টে বাগেরহাট পরিবহন মালিক সমিতির একটি অফিস উদ্বোধন করতে যান। কিন্তু যুবলীগের অপর নেতা হাফিজ এতে বাধা দেন। এই নিয়ে যুবলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে সংঘর্ষ শুরু হয়। সংঘর্ষ শুরুর আগে থেকেই চ্যানেল ২৪ এর খুলনা ব্যুরো প্রধান মামুন রেজা ও ক্যামেরাপারসন খায়রুল আলম খুলনা-সাতক্ষীরা মহাসড়কে অতিরিক্ত যাত্রী নিয়ে পরিবহন চলাচলের ওপর একটি প্রতিবেদনের জন্য ভিডিওচিত্র ধারণ করছিলেন। এই সময় হাফিজের লোকজন তাঁদের ওপর হামলা করে এবং ক্যামেরা ভেঙ্গে ফেলে। দুর্বৃত্তদের হামলায় খায়রুল আলমের মাথা ফেটে যায় এবং মামুন রেজা শরীরের বিভিন্ন জায়গায় আঘাতপ্রাপ্ত হন।[২৮]

৫৬. গত ১৩ মে ঢাকার জেড এ শিকদার উইমেন্স মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সংবাদ প্রতিবেদনের জন্য তথ্য সংগ্রহ করতে গেলে প্রথম আলোর বিশেষ প্রতিনিধি শিশির মোড়লকে হাসপাতালের কার্ডিয়াক বিভাগের প্রধান সফিউল আজম আটকে রেখে কয়েকদফা মারধর করেন। পরে আহতবস্থায় শিশির মোড়লকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করা হয়। শিশির মোড়ল বাদী হয়ে হাজারীবাগ থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন।[২৯]

৫৭. পেশাগত দায়িত্ব পালন করার কারণে সাংবাদিকদের ওপর দুর্বৃত্তদের হামলা ও হুমকির ঘটনায় *অধিকার* উদ্বেগ প্রকাশ করছে এবং অবিলম্বে সেসব দুর্বৃত্তদের গ্রেপ্তার করে আইনানুযায়ী যথোপযুক্ত

[২৭] মানবজমিন, ৬ মে ২০১৪

[২৮] অধিকার এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট খুলনার মানবাধিকার কর্মীর পাঠানো প্রতিবেদন

[২৯] প্রথম আলো, ১৪ মে ২০১৪

শাস্তির দাবি জানাচ্ছে। সেইসাথে *অধিকার* সাংবাদিকদের সুষ্ঠু, বস্তুনিষ্ঠ ও সর্বোচ্চ পেশাদারিত্ব বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশনের আহবান জানাচ্ছে।

আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিচার শুরু

৫৮. গত ২৮ মে ঢাকার বকশী বাজারের আলিয়া মাদ্রাসা মাঠে বিশেষ জজ আদালতে আমার দেশ পত্রিকার ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক মাহমুদুর রহমানের বিরুদ্ধে সম্পদের হিসাব না দেয়া সংক্রান্ত দুদকের মামলার শুনানী শুরু হয়েছে। দুদকের মামলাটি মিথ্যা, ভিত্তিহীন ও রাজনৈতিক উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হিসেবে উল্লেখ করে আদালতে মাহমুদুর রহমানের আইনজীবীরা বলেছেন, এই মামলাটি কোন অবস্থায়ই চলতে পারে না। অথচ আদালত এই মামলায় তাঁর বিরুদ্ধে চার্জ গঠন করে সাক্ষ্যগ্রহণের জন্য দিন ধার্য করেছেন। শুনানীর শুরুতে মাহমুদুর রহমান আদালতের অনুমতি নিয়ে বলেন,"দুদক সরকারের হয়ে হয়রানির হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। অবৈধ সরকারের আমলে ন্যায়বিচার পাওয়ার অলীক আকাঙ্খা আমার নাই। এই মামলার ফ্যাক্ট হলো, স্বয়ং অবৈধ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নির্দেশে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের দলবাজ ও অসৎ কর্মকর্তাদের বানোয়াট এবং অসত্য তথ্য বেআইনীভাবে আমলে নিয়ে দুদক জালিয়াতির মাধ্যমে আমার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে উপরের নির্দেশ পালন করেছে"। এছাড়া মাহমুদুর রহমান আদালতের নির্দেশ থাকা স্বত্ত্বেও তাঁকে চিকিৎসা না দেয়ার বিষয়ে আদালতকে অবহিত করেন।[৩০]

গণপিটুনীতে মানুষ হত্যা অব্যাহত

৫৯. ২০১৪ সালের মে মাসে ১১ ব্যক্তি গণপিটুনীতে মারা গেছেন।

৬০. প্রায়ই দেশের বিভিন্ন জায়গায় গণপিটুনি দিয়ে মানুষ হত্যা করা হচ্ছে। মানুষের মধ্যে আইনের প্রতি অশ্রদ্ধা ও অস্থিরতার প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূলত ফৌজদারী বিচার ব্যবস্থার দুর্বলতার কারণে এবং বিচার ব্যবস্থার প্রতি আস্থা কমে যাওয়ায় মানুষের নিজের হাতে আইন তুলে নেবার প্রবণতা দেখা দিয়েছে বলে *অধিকার* মনে করে।

ধর্মীয় সংখ্যালঘুদের মানবাধিকার লঙ্ঘন

৬১. দেশের প্রভাবশালী মহল জমি দখল, চাঁদাবাজিসহ নানান স্বার্থের কারণে ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর হামলা চালাচ্ছে। এই হামলার ঘটনাগুলোকে রাজনীতিকরণের কারণে দুর্বৃত্তদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার বিষয়টি উপেক্ষিতই থেকে যাচ্ছে এবং হামলার সঙ্গে সংশ্লিষ্টদের বিচার না হওয়ার কারণে এই ধরণের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

৬২. গত ১১ মে নওগাঁ জেলার নিয়ামতপুরের মহারাজপুর গ্রামে হিন্দু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের একটি শ্মশানের সম্পত্তি দখল করতে সদর ইউনিয়ন শাখা আওয়ামী লীগের সভাপতি বজলুর রহমান নঈম

[৩০] আমার দেশ অনলাইন ডটকম, ২৯ মে ২০১৪

এর নেতৃত্বে একদল দুর্বৃত্ত হামলা চালিয়ে সেখানে উপস্থিত হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকজনকে মারধর করে। হামলার সময় দুর্বৃত্তরা শ্মশান সংলগ্ন একটি মন্দিরের শিবমূর্তি ভাংচুর করে এবং মন্দিরে আগুন ধরিয়ে দেয়।[৩১]

৬৩. *অধিকার* ধর্মীয় সংখ্যালঘু নাগরিকদের ওপর আক্রমণের ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাচ্ছে এবং ধর্মীয় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের নিরাপত্তা বিধান করতে সরকারের প্রতি দাবি জানাচ্ছে।

তৈরি পোশাক শিল্প কারখানার শ্রমিকদের অবস্থা

৬৪. *অধিকার* এর তথ্য অনুযায়ী ২০১৪ সালের মে মাসে তৈরি পোশাক শিল্প কারখানায় বকেয়া বেতন-ভাতার দাবিতে বিক্ষোভের সময় এবং অন্যান্য কারণে ৪৯ জন শ্রমিক আহত হয়েছেন ও ১২ জন শ্রমিক চাকুরিচ্যুত হয়েছেন।

৬৫. গত ৫ মে ঢাকা জেলার সাভার পৌর এলাকায় প্রোভাটেক্স এ্যাপারেল লিমিটেড কারখানার শ্রমিকরা বকেয়া বেতনের দাবিতে ঢাকা-আরিচা সড়ক অবরোধ করে। এই খবর পেয়ে শিল্প পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে শ্রমিকদের অবরোধ উঠিয়ে নিতে বলে। কিন্তু বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা বেতন না নিয়ে মহাসড়ক ছাড়বে না বলে ঘোষণা দিলে পুলিশ শ্রমিকদের ওপর লাঠি চার্জ করে। এই ঘটনায় ১৫ জন শ্রমিক আহত হন।[৩২]

৬৬. তৈরী পোশাক শিল্প বাংলাদেশের বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের একটি প্রধান ক্ষেত্র। এই শিল্পের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট শ্রমিকদের অবদান অপরিসীম। কিন্তু উপযুক্ত কারণ ছাড়াই শ্রমিক ছাঁটাই, বিনা নোটিশে কারখানা বন্ধ ও মজুরী সময়মতো পরিশোধ না করা ইত্যাদি বিষয়গুলো মানবাধিকারের লঙ্ঘন, যা অনবরত ঘটেই চলেছে।

নারীর প্রতি সহিংসতা

৬৭. নারীর প্রতি সহিংসতা অব্যাহত রয়েছে। মে মাসে অনেক নারী যৌতুক সহিংসতা, এসিড আক্রমণ, ধর্ষণ এবং বখাটেদের হয়রানীর শিকার হয়েছেন।

যৌতুক সহিংসতা

৬৮. মে মাসে ১৭ জন নারী যৌতুক সহিংসতার শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে আটজন নারীকে যৌতুকের কারণে হত্যা করা হয়েছে, আটজন বিভিন্নভাবে নিপীড়নের শিকার হয়েছেন এবং যৌতুক এর কারণে নিপীড়ন সহ্য করতে না পেরে একজন নারী আত্মহত্যা করেছেন বলে জানা গেছে।

৬৯. গত ৪ মে বগুড়া জেলার সোনাতলা উপজেলার শালিখা পূর্বপাড়া গ্রামে আঁখি বেগম (২২) নামের এক গৃহবধূকে তাঁর স্বামী আকরাম মণ্ডল যৌতুকের দাবিতে পিটিয়ে হত্যা করেছে। এ ব্যাপারে আঁখির

[৩১] মানবজমিন, ১৪ মে ২০১৪

[৩২] মানবজমিন, ৫ মে ২০১৪

পিতা তিনজনকে আসামি করে সোনাতলা থানায় নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনে মামলা দায়ের করেছেন। সোনাতলা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মোহাম্মদ খালেকুজ্জামান জানান, আকরাম প্রায়ই যৌতুকের জন্য বিভিন্নভাবে আঁখির ওপর অত্যাচার চালাতো। ঘটনার দিন যৌতুকের টাকা নিয়ে কথা কাটাকাটির এক পর্যায়ে আকরাম আঁখিকে বেদম মারপিট করে তাঁকে হত্যা করে সিলিংয়ের সঙ্গে ঝুলিয়ে রেখে পালিয়ে যায়।[৩৩]

৭০. গত ১৩ মে নওগাঁ সদর উপজেলার চকরামপুর গ্রামে যৌতুকের দাবিতে সম্পা বেগম (২২) নামের এক গৃহবধূকে গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে তাঁর স্বামী বিপ্লব হোসেন। এতে সম্পা বেগমের শরীরের বিভিন্ন অংশ পুড়ে গেছে। আশংকাজনক অবস্থায় প্রতিবেশীরা গৃহবধূকে উদ্ধার করে নওগাঁ সদর উপজেলা হাসপাতালে ভর্তি করেন। এ ঘটনায় সম্পার বাবা ইসমাইল হোসেন বাদি হয়ে ৭ জনকে আসামি করে নওগাঁ সদর মডেল থানায় একটি মামলা দায়ের করেছেন। পুলিশ আজাহার ও গিট্টু নামের দুইজন এজাহারভুক্ত আসামিকে গ্রেপ্তার করেছে।[৩৪]

এসিড সহিংসতা

৭১. মে মাসে তিনজন নারী, দুইজন পুরুষ ও একজন মেয়ে শিশু এসিডদগ্ধ হয়েছেন।

৭২. গত ৭ মে মাদারীপুর সদর উপজেলার মহিষেরচর গ্রামে বিয়ের অনুষ্ঠানে বেড়াতে এসে সুবর্ণা আক্তার (১৩) নামের এক স্কুলছাত্রী এসিড দগ্ধ হন। জানা গেছে, মাদারীপুর সদর উপজেলার ঝাউদি ইউনিয়নের ব্রাহ্মনদী গ্রামের রকমান খন্দকারের ছেলে বাদশা খন্দকারের সঙ্গে একই উপজেলার মহিষেরচর গ্রামের ইসমাইল খাঁর মেয়ে লিজার বিয়ে হওয়ার কথা ছিল ওই দিন। কিন্তু বিভিন্ন কারণে বনিবনা না হওয়ায় দুই পক্ষের মধ্যে বিবাদে বিয়ে ভেঙে যায়। এতে বরপক্ষ ক্ষিপ্ত হয়ে রাত আনুমানিক সাড়ে ৯টায় কনের বাড়িতে ঢুকে কনেকে লক্ষ্য করে এসিড ছুঁড়ে মারলে তা লক্ষ্যভ্রষ্ট হয়ে কনের বোনের মেয়ে সুবর্ণার গায়ে লাগে।[৩৫]

৭৩. এসিড নিক্ষেপের বিরুদ্ধে কঠোর আইন থাকার পরও তা বাস্তবায়ন না হবার কারণে এই সব অপরাধ ঘটেই চলেছে।

ধর্ষণ

৭৪. মে মাসে মোট ৬১ জন নারী ও মেয়ে শিশু ধর্ষণের শিকার হয়েছেন বলে জানা গেছে। এঁদের মধ্যে ২০ জন নারী, ৩৭ জন মেয়ে শিশু ও চারজনের বয়স জানা যায়নি। উক্ত ২০ জন নারীর মধ্যে নয়জন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন এবং দুইজনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে। ৩৭ জন মেয়ে শিশুর মধ্যে ছয়জনকে ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে এবং পাঁচজন গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। এই সময়ে পাঁচজন মেয়ে শিশুকে ধর্ষণের চেষ্টা করা হয়েছে।

---

[৩৩] দি ডেইলি স্টার, ৬ মে ২০১৪

[৩৪] মানবজমিন ও ইত্তেফাক, ১৪ মে ২০১৪

[৩৫] বাংলাদেশ প্রতিদিন, ৯ মে ২০১৪

৭৫. গত ১১ মে সাভারে ৬ বছরের এক শিশুকে ধর্ষণের পর শ্বাসরোধ করে হত্যা করা হয়েছে। এ ঘটনায় পুলিশ গত ১২ মে সকালে সাভারের বিরুরিয়া ইউনিয়নের আক্রান এলাকা থেকে ধর্ষক সেলিম মিয়া (২৪)কে আটক করে। সেলিম পিরোজপুর জেলার সদর থানার টোনা গ্রামের কবির উদ্দিনের ছেলে। সেলিম শিশুটিকে ধর্ষণ ও হত্যার কথা পুলিশের কাছে স্বীকার করেছে।[৩৬]

৭৬. গত ১০ মে টাঙ্গাইল জেলার সখীপুর উপজেলার রতনপুর গ্রামে এক বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়ে গণধর্ষণের শিকার হয়েছেন। জানা যায়, সখীপুরের বেড়াবাড়ি গ্রামের ওই বুদ্ধিপ্রতিবন্ধী মেয়েটি তাঁর মামার বাড়ি হাতিবান্ধা থেকে নিজ বাড়িতে ফেরার পথে প্রথমে চার দুর্বৃত্ত হাতিবান্ধা এলাকার একটি জঙ্গলে নিয়ে তাঁকে পালাক্রমে ধর্ষণ করে। পরে তাঁকে রতনপুর এলাকার অপর চার দুর্বৃত্তের হাতে তুলে দিলে তারাও তাঁকে ধর্ষণ করে। ধর্ষণের শিকার মেয়েটিকে গুরুতর অসুস্থ অবস্থায় টাঙ্গাইল জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। এ ব্যাপারে মেয়ের চাচা গত ১৩ মে বাদি হয়ে সখীপুর থানায় ৮ জনকে অভিযুক্ত করে মামলা করেন। পুলিশ অভিযুক্ত রামপ্রসাদ, আলম মিয়া ও পলাশ নামের ৩ জনকে গ্রেপ্তার করেছে।[৩৭]

যৌন হয়রানী

৭৭. মে মাসে মোট ২২ জন নারী যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এঁদের মধ্যে বখাটে কর্তৃক আহত হয়েছেন চারজন, অপহৃত হয়েছেন তিনজন ও ১৫ জন নারী বিভিন্নভাবে যৌন হয়রানীর শিকার হয়েছেন। এছাড়া যৌন হয়রানীর প্রতিবাদ করতে গিয়ে তিনজন পুরুষ ও একজন নারী আহত হয়েছেন।

৭৮. *অধিকার* নারীর প্রতি সহিংসতা বৃদ্ধি পাওয়ায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করছে। *অধিকার* মনে করে, নারীর প্রতি সামাজিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গী, আইন ও বিচার ব্যবস্থার দীর্ঘসূত্রিতা, ভিক্টিম ও সাক্ষীর নিরাপত্তার অভাব, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সদস্যদের দুর্নীতি ও দুর্বৃত্তায়ন, নারীর অর্থনৈতিক দুরবস্থা, দুর্বল প্রশাসন ইত্যাদি বিভিন্ন কারণে নারী সহিংসতার শিকার হচ্ছেন ও ভিকটিম নারীরা বিচার না পাওয়ায় অপরাধীরা উৎসাহিত হচ্ছে ও গাণিতিকহারে সহিংসতার পরিমান বেড়েই চলেছে।

নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধিত ২০০৯ ও ২০১৩)

৭৯. নিবর্তনমূলক তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) এখন পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে। গত ৬ অক্টোবর ২০১৩ এই সংশোধিত আইনের ৫৭ ধারায়[৩৮] 'ইলেকট্রনিক ফরমে

[৩৬] যুগান্তর, ১৩ মে ২০১৪

[৩৭] মানাবজমিন, ১৪ মে ২০১৪

[৩৮] ধারা ৫৭: (১) কোন ব্যক্তি যদি ইচ্ছাকৃতভাবে ওয়েবসাইটে বা অন্য কোন ইলেকট্রনিক বিন্যাসে এমন কিছু প্রকাশ বা সম্প্রচার করেন, যাহা মিথ্যা ও অশ্লীল বা সংশ্লিষ্ট অবস্থা বিবেচনায় কেহ পড়িলে, দেখিলে বা শুনিলে নীতিভ্রষ্ট বা অসৎ হইতে পারেন অথবা যাহার দ্বারা মানহানি ঘটে, আইন শৃঙ্খলার

মিথ্যা, অশ্লীল অথবা মানহানিকর তথ্য প্রকাশ' ও এই সংক্রান্ত অপরাধ আমলযোগ্য ও অ-জামিনযোগ্য বলা হয়েছে এবং সংশোধনীতে এর শাস্তি বৃদ্ধি করে সাত থেকে চৌদ্দ বছর পর্যন্ত করা হয়েছে। এই আইনটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে ভয়াবহভাবে লংঘন করছে এবং একে মানবাধিকার কর্মী, সাংবাদিক, ব্লগার ও স্বাধীনচেতা মানুষের বিরুদ্ধে বর্তমান সরকার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।

৮০. *অধিকার* এই নিবর্তনমূলক আইনটি অবিলম্বে বাতিলের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

অধিকার এর বরাদ্দকৃত অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো

৮১. *অধিকার* এর প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত অর্থছাড়ে বারবার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করছে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্ত এনজিও বিষয়ক ব্যুরো। আর এভাবেই *অধিকার* এর কর্মকাণ্ড ব্যাহত করার কৌশল নিয়েছে সরকার। 'হিউম্যান রাইটস্ রিসার্চ এন্ড এ্যাডভোকেসি' প্রকল্পের ২ বছর ১০ মাসব্যাপী কার্যক্রম ২০১৩ সালের জুন মাসে শেষ হয়ে গেলেও এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের শেষ ধাপের অর্থছাড় এখনও পর্যন্ত করেনি। সীমান্তে ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী বাহিনী বিএসএফ কর্তৃক বাংলাদেশীদের মানবাধিকার লঙ্ঘন, দেশের বিভিন্ন নিরাপত্তা বাহিনীর বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড, রাজনৈতিক সহিংসতা, সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদের বিরুদ্ধে মানবাধিকার লংঘন এবং নারীর প্রতি সহিংসতা ইত্যাদি বিষয়ে ডকুমেন্টশন, তথ্যানুসন্ধান, গবেষণা এবং এডভোকেসি করার লক্ষ্যে এই প্রকল্পটি পরিচালনা করা হয়েছিলো। সঠিক সময়ে প্রকল্পটি বাস্তবায়নের জন্য *অধিকার* তার সাধারণ তহবিল থেকে ঋণ নিয়ে প্রকল্পটি শেষ করতে বাধ্য হয়। উল্লেখ্য, ২০১০ সালের অক্টোবর মাসে এই প্রকল্পটির শুরু থেকেই এনজিও বিষয়ক ব্যুরো অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে ।

৮২. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৬ মার্চ ২০১৩ তারিখে 'এডুকেশন অন দি কনভেনশন এগেইনস্ট টর্চার এন্ড অপক্যাট এ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম ইন বাংলাদেশ' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য এনজিও বিষয়ক ব্যুরোতে আবেদন করে *অধিকার*। এই আবেদনের প্রেক্ষিতে গত ১৫ মে ২০১৩ এনজিও বিষয়ক ব্যুরো ২য় বর্ষের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত তহবিলের ৫০% অর্থছাড় দেয়। গত ২১ আগস্ট ২০১৩ তারিখে অধিকার উল্লেখিত প্রকল্পের প্রথম বর্ষের কার্যক্রম সমাপ্তের অডিট রিপোর্টসহ ২য় বর্ষের কর্মসূচির বাস্তবায়নের লক্ষ্যে অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড়ের জন্য পুনরায় আবেদন করে। কিন্তু এনজিও বিষয়ক ব্যুরো এই প্রকল্পের অর্থছাড়ের ক্ষেত্রে বারবার প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি করে চলছে। এক বছরেরও বেশি সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও অদ্যাবধি বরাদ্দকৃত তহবিলের অবশিষ্ট ৫০% অর্থছাড় দেয়নি এনজিও বিষয়ক ব্যুরো।

৮৩. প্রথম বর্ষের কার্যক্রম শেষ করার পর গত ৯ এপ্রিল ২০১৪ 'এমপাওয়ারিং ওমেন এজ কমিউনিটি হিউম্যান রাইটস্ ডিফেন্ডারস' প্রকল্পের কর্মসূচির জন্য বরাদ্দকৃত ২য় বর্ষের অর্থছাড়ের জন্য অডিট রিপোর্ট সহ আবেদনপত্র জমা দেয় *অধিকার*। প্রকল্পটি নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধের লক্ষ্যে চারটি

অবনতি ঘটে বা ঘটার সম্ভাবনা সৃষ্টি হয়, রাষ্ট্র ও ব্যক্তির ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হয় বা ধর্মীয় অনুভূতিতে আঘাত করে বা করিতে পারে বা এ ধরনের তথ্যাদির মাধ্যমে কোন ব্যক্তি বা সংগঠনের বিরুদ্ধে উস্কানী প্রদান করা হয়, তাহা হইলে এই কার্য হইবে একটি অপরাধ।

(২) কোন ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এর অধীন অপরাধ করিলে তিনি সর্বনিম্ন সাত বৎসর ও সর্বোচ্চ চৌদ্দ বৎসর কারাদণ্ডে অথবা অনধিক এক কোটি টাকা অর্থদণ্ডে অথবা উভয়দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

জেলায় কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে এবং অর্থ ছাড় না হওয়ায় প্রকল্পটির ২য় বর্ষের কার্যক্রম বাধাগ্রস্থ হচ্ছে।

৮৪. *অধিকার* তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের প্রতি তহবিল ছাড় দেয়ার আহবান জানাচ্ছে।

পরিসংখ্যান: জানুয়ারি-মে ২০১৪*							
মানবাধিকার লঙ্ঘনের ধরন		জানুয়ারি	ফেব্রুয়ারি	মার্চ	এপ্রিল	মে	মোট
বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড**	ক্রসফায়ার	২০	১৩	৭	১৪	৫	৫৯
	নির্যাতনে মৃত্যু	০	২	১	০	২	৫
	গুলিতে নিহত	১৮	১	৬	৪	১	৩০
	পিটিয়ে হত্যা	১	১	১	০	১	৪
	মোট	৩৯	১৭	১৫	১৮	৯	৯৮
গুম		১	৭	২	১৮	০	২৮
বিএসএফ কর্তৃক মানবাধিকার লঙ্ঘন	বাংলাদেশী নিহত	১	১	২	২	৪	১০
	বাংলাদেশী আহত	৪	৩	৩	২	১	১৩
	বাংলাদেশী অপহৃত	১৩	৮	১২	৪	১৭	৫৪
জেল হেফাজতে মৃত্যু		১	৫	৪	৭	৫	২২
সাংবাদিকদের ওপর আক্রমণ	নিহত	০	০	০	০	১	১
	আহত	২	৯	৭	২৫	৫	৪৮
	হুমকির সম্মুখীন	১	১	৩	২	১	৮
	লাঞ্ছিত	০	১	০	২	১৫	১৮
	গ্রেফতার	৪	০	০	০	০	৪
রাজনৈতিক সহিংসতা	নিহত	৫৩	১০	২২	১৭	১৭	১১৯
	আহত	১৪৭২	১১৬৬	১৩৪৩	৫৯৩	৪১২	৪৯৮৬
যৌতুক সহিংসতা		১২	১৫	১৪	২২	১৮	৮১
ধর্ষণ		৩৯	৫০	৪০	৫৫	৬১	২৪৫
যৌন হয়রানীর শিকার		১৪	১২	২৯	২৫	২২	১০২
এসিড সহিংসতা		১	৩	৬	৫	৬	২১
গণপিটুনীতে মৃত্যু		১৬	৬	১১	১৩	১১	৫৭
তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিক	নিহত	০	০	০	০	০	০
	আহত	৬০	১৩৫	৬৫	৫১	৪৯	৩৬০

* অধিকার এর প্রাপ্ত তথ্য থেকে সংকলিত

** জানুয়ারি থেকে মে মাসে বিচার বহির্ভূতহত্যাকাণ্ডে নিহত ১৯ জন রিপোর্টের রাজনৈতিক সহিংসতার পরিসংখ্যান অংশেও অর্ন্তভুক্ত হয়েছে

সুপারিশসমূহ

১. ভারতের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিএসএফ ও মিয়ানমারের সীমান্ত রক্ষীবাহিনী বিজিপি'র মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘটনাগুলো সরেজমিনে অনুসন্ধান করে এর বিরুদ্ধে দৃঢ় প্রতিবাদ জানানো এবং ভিকটিম পরিবারবর্গকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ দেয়ার ব্যাপারে ভারত ও মিয়ানমার সরকারকে বাধ্য করতে সরকারের উদ্যোগ নিতে হবে। বাংলাদেশ ভারত ও বাংলাদেশ মিয়ানমার সীমান্ত এলাকায় বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে ও দোষীদের বিচার ও শাস্তির জন্য আর্ন্তজাতিকভাবে প্রচেষ্টা চালাতে হবে। বাংলাদেশ সীমান্তের অভ্যন্তরে বসবাসরত রোহিঙ্গা শরণার্থীদের পুনর্বাসনের ব্যাপারে সরকারকে আঞ্চলিক ও আর্ন্তজাতিক ফোরামে সোচ্চার হতে হবে।

২. রাজনৈতিক সহিংসতা বন্ধ করতে হবে। সরকারদলীয় নেতা কর্মীদের দুর্বৃত্তায়ন বন্ধের জন্য সরকারকে তাদের বিরুদ্ধে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে। অবিলম্বে সব দলের অংশগ্রহণের মাধ্যমে একটি নিরপেক্ষ সরকারের অধীনে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে।

৩. সরকারকে বিচারবহির্ভূত হত্যাকাণ্ড ও নির্যাতনের ঘটনাগুলোর সঙ্গে জড়িত আইন প্রয়োগকারী সংস্থার সংশ্লিষ্ট সদস্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে। সরকারকে অবশ্যই নির্যাতন বিরোধী জাতিসংঘ সনদের অপসোনাল প্রোটোকল অনুমোদন করতে হবে।

৪. আইন শৃংখলা রক্ষাকারী বাহিনী বা র‍্যাব পরিচয় দিয়ে গুম এবং হত্যার ব্যাপারে সরকারকে ব্যাখ্যা দিতে হবে। এই গুম ও হত্যার সঙ্গে জড়িত বাহিনীর সদস্য এবং জড়িত অন্যান্যদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে।*অধিকার* অবিলম্বে নিখোঁজ হওয়ার বিরুদ্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২০০৬ সালের ২০ ডিসেম্বর গৃহীত সনদ 'ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন ফর দি প্রোটেকশন অফ অল পারসনস্ ফ্রম এনফোর্সড ডিসএপিয়ারেনস্' অনুমোদন করার জন্য সরকারের কাছে দাবি জানাচ্ছে।

৫. সভা-সমাবেশে বাধা দেয়া যাবে না। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে হামলা এবং দমনমূলক অসাংবিধানিক কর্মকাণ্ড থেকে সরকারকে বিরত থাকতে হবে।

৬. সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাগুলোর সুষ্ঠু তদন্ত করতে হবে এবং দোষী ব্যক্তিদের বিচারের সম্মুখীন করতে হবে এবং মতপ্রকাশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করতে হবে।

৭. সমাজের অন্যান্য নাগরিকদের তুলনায় যেসব নাগরিক তাঁদের ধর্ম বিশ্বাসের কারণে সংখ্যালঘু,তাঁদের জানমালের সুরক্ষা দিতে হবে এবং তাঁদের ধর্ম ও সংস্কৃতি চর্চার তাঁদের পূর্ণ অধিকার নিশ্চিত করার জন্য সরকারকে বিশেষ ব্যবস্থা নিতে হবে।

৮. তৈরি পোশাক শিল্প শ্রমিকদের মানবাধিকার লঙ্ঘন বন্ধ করতে হবে।

৯. নারীর প্রতি সহিংসতা বন্ধে দ্রুততার সঙ্গে বিচার করে অপরাধীদের শাস্তি দিতে হবে এবং প্রিন্ট ও ইলেক্ট্রনিক মিডিয়াসহ সর্বস্তরে সচেতনতামূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে।

১০. তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইন ২০০৬ (সংশোধনী ২০০৯ ও ২০১৩) অবিলম্বে বাতিল করতে হবে। *অধিকার* এর ওপর থেকে সমস্ত নিপীড়নমূলক ব্যবস্থা প্রত্যাহার করতে হবে।

১১. *অধিকার* তার মানবাধিকার সংক্রান্ত কর্মকাণ্ড পরিচালনা অব্যাহত রাখার জন্য সরকারের প্রতি তহবিল ছাড় দেয়ার আহবান জানাচ্ছে।